আত তায়্যিবা

মুহিউস সুন্নাহ সংখ্যা
২০২৩

উপদেষ্টা
মাওলানা রেদওয়ানুল হক চৌধুরী

পৃষ্ঠপোষক
মাওলানা নু'মানুল হক চৌধুরী

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
রুক্সানা ফাতেমা চৌধুরী

সম্পাদক
শাহানারা বেগম ইমা

সহ-সম্পাদক
সাঈদা ফাতেমা চৌধুরী

বর্ণবিন্যাস
দিলওয়ার হুসাইন

মুদ্রণ ও পৃষ্ঠাসজ্জা
পরিসর ক্রিয়েটিভ এজেন্সি
বন্দরবাজার, সিলেট। ০১৭৬২-৯১৩০৬৫

দাম: ২০ টাকা

প্রকাশনায়
সুলতানী ছাত্রী কাফেলা
আল জামিয়াতুত্ত্বয়্যিবাহ সুলতানপুর মহিলা মাদরাসা

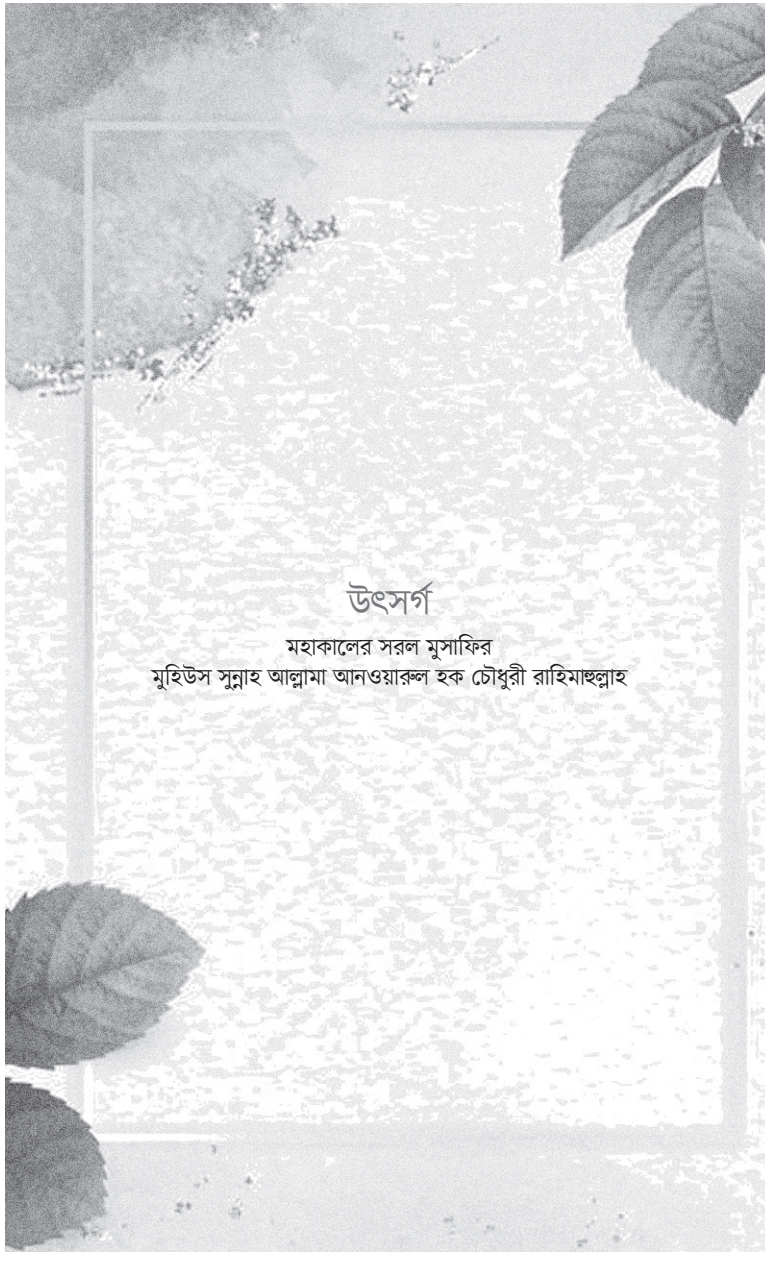

উৎসর্গ

মহাকালের সরল মুসাফির
মুহিউস সুন্নাহ আল্লামা আনওয়ারুল হক চৌধুরী রাহিমাহুল্লাহ

উম্মে মুর্শিদা
রাবেতা হক
সাঈদা ফাতিমা চৌধুরী
মারজানা জেবিন
মোছা. রুবিনা আক্তার
তাহমিদা বেগম তাসবী
সাজিদা তাওহিদা
নাজিবা বিনতে আব্দুশ শহীদ
জাকিয়া সুলতানা
জান্নাতুল ফিরদাউস
শাহানারা বেগম ইমা
উম্মে আরশাদ জেসমিন
বুরহানা জান্নাত রায়হা
জান্নাতুল মা'ওয়া আরিফা
মারুফা বিনতে মুহিব
আফিফা জান্নাত বুশরা
আরিফা জান্নাত লুৎফা

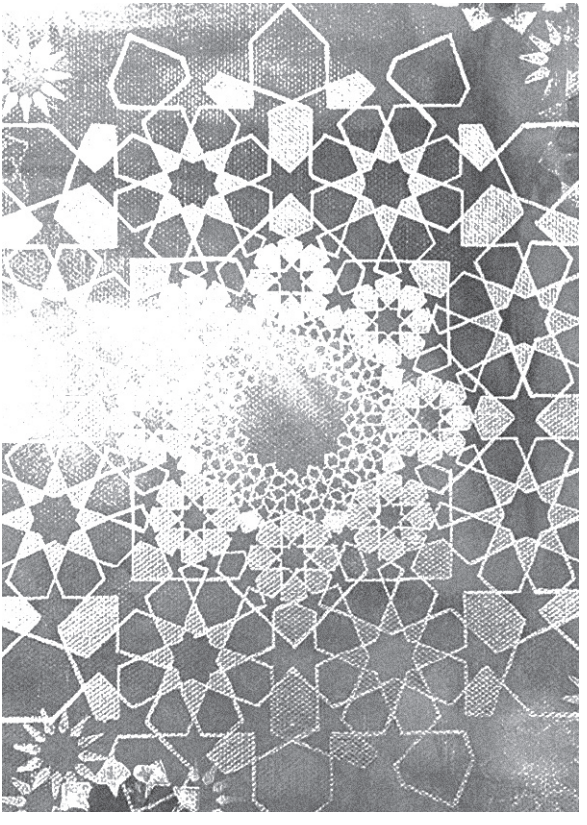

সুলতানপুর মাদরাসার সম্মানিত মুহতামিম

মাওলানা রেদওয়ানুল হক চৌধুরী সাহেব-এর বাণী ও দুয়া

সুলতানী ছাত্রী কাফেলার পক্ষ থেকে আত তায়্যিবা নামে একটি সাহিত্য ম্যাগাজিন বের হচ্ছে শুনে অনেক খুশি হলাম। আলহামদুলিল্লাহ, এ বছর তারা প্রতিভা বিকাশ মূলক অনেক কাজ করেছে। দুয়া করি, আল্লাহ তাদের কাজে আরো অগ্রগতি দান করুন। এবং তাদের ইলম ও আমলে বরকত দান করুন। আমিন

সুলতানপুর মাদরাসার শিক্ষাসচিব

মাওলানা নুমানুল হক চৌধুরী-এর
বাণী ও দুয়া

আলহামদুলিল্লাহ,গত কয়েক বৎসর সুলতানী কাফেলা থেকে আলহক ম্যাগাজিন বের হচ্ছে । চলতি বছর আলহকের পাশাপশি মহিলা বিভাগ থেকেও পৃথক 'আত তায়্যিবা' নামে ম্যাগাজিন বের হচ্ছে। ছাত্রীরা তাদের মনের কথাগুলো ভাষার মাধুর্য মিশিয়ে প্রকাশে এগিয়ে যাচ্ছে। এটা অনেক আশান্বিত করে। প্রথম ম্যাগাজিন হিসেবে দূর্বলতা থাকা স্বাভাবিক। দুয়া করি, তারা আরো এগিয়ে যাক।

মুহতারামা বড়ো আপা

রুম্মানা ফাতেমা চৌধুরী-এর
অভিমত

আলহামদুলিল্লাহ, ছাত্রী কাফেলা কর্তৃক 'আত তায়্যিবা' প্রকাশিত হচ্ছে, যা আমার মনের আঙিনায় উদিত সুপ্ত ইচ্ছার মধ্যে একটি। ছাত্র কাফেলার 'আলহক', মানারাতুল উলুমের 'মানারা' দেখে আমার ইচ্ছা আরও প্রবল হয়ে ওঠে। আমি তা শেয়ার করলাম আমার সহকর্মীবৃন্দের কাছে। বাস্তবে রূপ দিতে মাঠে নামলেন আমারই সহকর্মী বহু প্রতিভার অধিকারী মিস্ট্রেস শাহানারা বেগম ইমা। এই নবীন লেখকদের অগোছালো লেখাগুলোকে 'আত তায়্যিবাহ'-তে রূপ দিতে ইমাসহ যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, সময় দিয়ে, অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ ।

মায়ের জাতি চাইলে একসাথে গৃহিণী, দায়ী, সমাজ সংস্কারক, কলামিস্ট সব হতে পারে ।

সে হিসেবে আমার চাওয়া 'আত তায়্যিবাহ-এর এ ধারা অব্যাহত থাকুক। ছাত্রী কাফেলার প্রিয় মুখগুলোর সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হোক। দ্বীনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ কলামিস্ট তৈরী হোক।

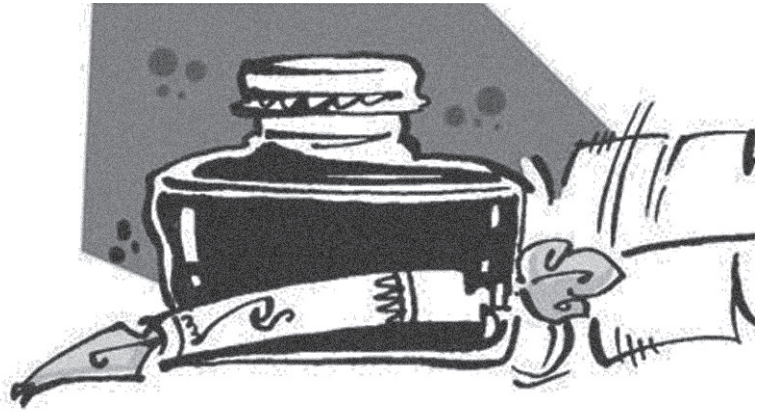

সম্পাদকীয়

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য, যিনি সকল প্রণয় ও বিনয়ের দাবিদার। লাখো কোটি সালাম ও দুরুদ রাসূল (সা.) এর উপর যিনি প্রেরিত হয়েছেন জগতবাসীর রহমত স্বরূপ।

মুহিউস সুন্নাহ মাওলানা আনওয়ারুল হক চৌধুরী রাহিমাহুল্লাহ.। এক আল্লাহর অসীম শক্তি ও দয়ার উপর তিনি ছিলেন পূর্ণ আস্থাবান ও নিঃশঙ্ক ভরসাকারী। তিনি একজন ইসলাহী মুরব্বী এবং আত্মশুদ্ধির দিকনির্দেশক। সর্বোপরি, তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আমাদেরকে বারবার মোহগ্রস্থ করেছে। তাঁকে আমরা হৃদয় দিয়ে অনুভব করি। তাঁর রেখে যাওয়া নিপুণ সৃষ্টি দেখে, তাঁর আওলাদ ও রুহানী সন্তানদের নমনীয়তা দেখে, দ্বীনের পথে তাঁর লেপ্টে থাকা পদচিহ্ন দেখে। আমরা তাঁকে সম্মান করি, স্বশ্রদ্ধ সালাম ও সাধুবাদ জানাই। দয়ালের নিকট তাঁর জন্য প্রার্থনার হাত তুলি, আল্লাহ পাক তাঁর যথাযোগ্য কদর করুন। তাঁর পরকালীন জীবন সুখময় করুন।

আত তায়্যিবা আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা। এটাকে সুন্দর ও সফল করতে যারা সাহস যুগিয়েছেন, গুরুত্ব দিয়েছেন, লেখা, পরামর্শ ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

পাঠকমহলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী, নবীন-প্রবীন লেখকদের লেখার দরুন অগোচরে লেগে থাকা ভুলের জন্য। রহমান সকলের উপর রহম করুন। পথ চলা সহজ করুন।

মা'আস্‌সালাম।

পরম শ্রদ্ধার বাবা
উম্মে মুর্শিদা, সাতভিলা

বিদেশের মাটি লন্ডনে আছি। কিন্তু মন পড়ে আছে দেশে। প্রাণপ্রিয় জামেয়া সুলতানপুরে, বড়ো হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর সমাধির কিনারে।
দেশ, মাটি ও মাদরাসাকে ভুলে থাকতে পারি না এক সেকেণ্ডের জন্যেও। ভুলে থাকতে পারি না প্রিয় বড়ো হুজুর রাহিমাহুল্লাহকে। জন্মসূত্রে তিনি আমার বাবা নন, কিন্তু কর্ম ও মানবতার হিসেব- নিকাশে তিনি বাবা। পরম শ্রদ্ধার বাবা। তিনি আমার রুহানি পিতাও।

বাবার মতোই তিনি ছায়া দিয়েছেন, স্নেহ করেছেন, আগলে রেখেছেন। দ্বীনের পথ দেখিয়েছেন, পথে ঠিকে থাকতে সাহস যুগিয়েছেন,ভ রসা দিয়েছেন।সআপন পুত্র-কন্যার মতোই খোঁজ খবর নিয়েছেন।তাঁর স্মৃতি,তাঁর স্নেহ একই সাথে আমাকে কাঁদায় এবং সাহসী বানায়।
আল্লাহর শোকর! তাঁর স্নেহধন্য হতে পেরেছি বলেই হয়তো দীর্ঘ ৩১ বছর তাঁর মাদরাসার হাওয়া-জল গায়ে মাখতে পেরেছি।
সেই ১৯৯১ থেকে ২০২২ সাল।
কত কথা, কত স্মৃতি।

মুখলিস ও সুন্নাতের পাবন্দী বড়ো হুজুর রাহিমাহুল্লাহ এর দরদ ও এহসানের কথা বলে শেষ করার মতো নয়। আমি ও আমাদের প্রতি তাঁর স্নেহ ও তত্বাবধান নিঃসন্দেহে নিখাদ ছিলো। নিখাদ-নিঁখুত দরদ ছিলো দ্বীনের প্রতিও। দ্বীনের জন্য তাঁকে নির্দ্বিধায় ছুটতে দেখেছি মাইলের পর মাইল। দিনের পর দিন রত থাকতে দেখেছি দাওয়াত ও তা'লীমে। দ্বীন থেকে পিছিয়ে পড়া অবলা মেয়েদের জন্য ছিলো তাঁর আলাদা টান। তাই স্রোতের প্রতিকূলে থেকেও তৈরি করে গেছেন 'মহিলা মাদরাসা'। মেয়েরা এখন দলে দলে সেখান থেকে আলো নিচ্ছে,অন্যত্র বিতরণ করছে।
তাঁর চেষ্টা, সাধনা আর দোয়ার বদৌলতে আমাদের এ প্রাপ্তি।
রাব্বুল আলামীন তাঁকে উত্তম জাযা দিন। তাঁর কবরকে শান্তি ও আরামের জায়গা বানিয়ে নিন। আমীন

অপূর্ব সান্নিধ্য

রাবেতা হক

মহৎ ব্যক্তি। দেহাবয়বে অপূর্ব। চালচলনে অভিজাত।
আপন কর্ম-কীর্তিতে সদা ভাস্বর। ছিলেন যশ-খ্যাতিতে টইটম্বুর। সদা প্রাণবন্ত ও কর্মচঞ্চল এ মহীরুহের গোটা জীবন ছিল আলোকিত প্রদীপ্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ।
চলাফেরায় দারুণভাবে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারতেন। শাসনে ছিলো না অতিরঞ্জন, সোহাগে কমতি। স্বীয় পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সন্তান দিয়েই শুরু করতেন শাসন। অপরাধে নেই ছাড়াছাড়ি আর কাজকর্মে বাড়াবাড়ি। ছোট ছোট ভালো কাজে অতিশয় আনন্দিত হতেন। অপার্থিব আনন্দ দেখে উদাস মনও কাজে মনোযোগী হয়ে যেত।
কথায় কথায় নয়, বরং শব্দের ফাঁকে ফাঁকে দোয়ার ফুল ঝরতো। আগন্তুক তাঁর সাহচর্যে ধন্য হতো। দোয়ার ভাণ্ডার নিয়ে ফেরার তৃপ্তি পেত।
সময়ের অভিযোগ শুনেনি কেউ তাঁর যবানে। কোনো কাজে সময় পাইনি কখনও বলতে হতো না তাঁকে। সময়ের কাজ সময়ের পূর্বেই সম্পন্ন হয়ে যেত তাঁর। ছিলো অদম্য আগ্রহ, নেই বিন্দুমাত্র অবহেলা।
দয়া মায়ায় আগলে রাখতেন চারপাশ। কানভরে শুনতেন কথা। ছায়া হয়ে দাঁড়াবেন অকপটে। সৃষ্টির সেবায় স্রষ্টাকে খুঁজতেন। নিজেকে ছোট করে অন্যকে বড়ো দেখাতেন।
প্রায়ই বলতেন, 'এমন জীবন করো হে গঠন, মরিলে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন'। এর জ্বলন্ত প্রমাণ তিনি নিজেই হয়ে গেলেন।

চাচা রহ. এর স্মৃতিঘেরা প্রাসাদ

সাঈদা ফাতিমা চৌধুরী

লতাপাতা আর খড়কুটোর আবরণে আবৃত এই অঙ্গন ঘিরে চাচা রাহ. এর পড়ে থাকা শত সহস্র স্মৃতি আমাকে ক্ষণিকের জন্যও ভুলতে দেয় না তাঁকে। আমার ব্যস্ত জীবন বা অবসর যখন এই কুটিরের কিনারা ঘেষে ছোটে চলে তখনই মনের ক্যানভাসে ভেসে ওঠে আমার খুব প্রিয় কিংবা আমার আমিকে খুঁজে পাওয়ার কেন্দ্র সে চাচা রহ. এর সাথে কাটানো আমার শৈশব-কৈশোরের ছোটে চলা খুঁনসুটির গল্প। আনমনে ভাবতে থাকি প্রিয় রাহবারের কথা, যার পদচারণ কুটিরের চৌকাট মাড়িয়েছে। এ বাড়ি পৃথিবীর কাছে স্রেফ একটা বাড়ি হতে পারে। কিন্তু আমার কাছে এটি একটি রাজকীয় প্রাসাদ। এই বাড়িটি আমার চাচা রহ. এর স্মৃতিগুলো খুব যত্ন করে আগলে রেখেছে। বাড়ির দেয়াল, ধূলিকণা তাঁকে ছুঁয়েছে। বাতাসের গুঞ্জনে তাঁর নিঃশ্বাস দোল খেয়েছে। এই তো সেদিনও চাচা রহ. এর অবিরাম চলতে থাকা পায়ের ছন্দ আর কালেমার আওয়াজ মুখরিত করছিলো এই ঘরকে, এই আঙ্গিনাকে। সবখানে লেগে আছে তাঁর হাতের ছোঁয়া। আহা! কতো ভাগ্যবান বাড়ির উঠোনে রাস্তার পাশে লাগানো গাছগুলো, ভাগ্যবান মাদরাসার পাতাগুলোও। তারা পরশ পেয়েছে চাচা রহ. এর।

তিনি চলে গেলেন সেখানে, যেখান থেকে ফেরা অসাধ্য। সুনাম সুখ্যাতির উচ্চতর চূড়ায় সমীসীন ছিলেন তিনি। কিন্তু বিনয় নম্রতা, ইসলামী মূল্যবোধ নিয়ে চলতেন সূর্যমুখীর মতো ঝুঁকে। কখনো ক্ষমতার দাপট কিংবা খ্যাতির প্রখরতা দেখান নি। বরং সরল ও সহজভাবে নিভৃত হয়ে যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবেলা করতেন। আল্লাহ তা'য়ালা পরপারে তাঁর মর্যাদা উঁচু করে দিন। আমীন।

-আলেমা, শিক্ষিকা

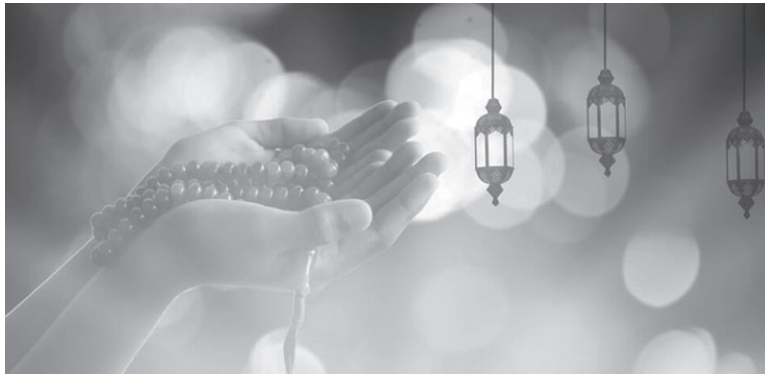

নুর বিচ্ছুরক বড়ো হুজুর রহ.

মারজানা জেবিন

হিম ধরা কুয়াশাভেজা শীত প্রভাতে পাখ-পাখালির মন মাতানো কলরবে খুবই আনমনা হয়েছিলাম। দৃষ্টির অনুকূলে কুয়াশার এক ঘন আবরণ ব্যতীত আর কোনো কিছুই দৃশ্যমান নয়। তবে হ্যাঁ, একটা কিছু আমার চোখে অবশ্যই পড়েছে। যার দিকে তাকিয়েই হয়েছিলাম আনমনা। সেটা হলো আমাদের পিতৃতুল্য প্রিয় বড়ো হুজুর রহ. এর কবর। সুন্নাতের লিবাসে যার ঢাকা ছিলো পুরোটা দেহ। যার অস্তিত্বের কানায় কানায় ছিলো সুন্নাত। তিনি দ্বীনের এক মহীয়ান রাহবার। রাসূলের সুযোগ্য ওয়ারাসাহ। সত্যের পথে এক সুদৃঢ় একনিষ্ঠ আত্মা। বাতিলের বিরুদ্ধে যেন এক বাঘ। যেন সত্যকে প্রতিষ্ঠা ও বাতিলের মুলোৎপাটনেই ছিলো তার প্রতিজ্ঞা। তিনি সেটা করেছেনও। এই সত্য নিষ্টের মূর্তপ্রতীক আমাদের মাঝে এসেছিলেন এক নুর বিচ্ছুরক হিসেবে। এবং সেই নুরের প্রভাব আজও বিদ্যমান। তিনি আমাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন একটি আদর্শ দ্বীনি কওমী মাদরাসা। যার দরুন নুরের প্রভাব বিস্তৃত হচ্ছে দুর দূরান্তে। আলহামদুলিল্লাহ। জানি আমার এই কলমে বড়ো হুজুর রহ. এর এই গুণাগুণ বর্ণনা খুবই স্বল্প। যত বলা হবে ততই কম হবে। তবুও বড়ো হুজুর রহ. এর শানে উনার ফয়েজ বারাকাত লাভের আশায় উনার রক্ত ও ঘামে ঝরানো এই এই জামেয়ার এক কণা বরকত লাভের আশায় এক দু'কলম লেখার প্রয়াস। আল্লাহ যেন বড়ো হুজুর রহ. কে জান্নাতের সুউচ্চ মাকামে আধিষ্ঠিত করেন। এবং উনার স্বপ্নে ঘেরা, আশায় ঘেরা, জামেয়ার হক্ব আদায় করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

-শিক্ষার্থী, মিশকাত

মুহিউস সুন্নাহ সমীপে

মোছা: রুবিনা আক্তার

গভীর ভাবনা আমায় ভাবালে,
আফসোসের সাগরে আমায় ডুবালে
আমি আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়ি লোককুখে আপনার কথা শোনে, আমি ভাবনায় আনমনা হয়ে পড়ি, আপনার গুণকীর্তনে। বড়ো অপয়া মনে হয় নিজেকে, দু' নয়নে আপনার মতো এক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পিয়ারা বান্দাকে দেখিনি, শুনিনি আপনার মুখের মুক্তাঝরা দরদী সুর!
তবুও ধন্য আমি, ধন্য আমার জীবন, আপনার রেখে যাওয়া পুষ্প কাননকে ভালোবেসে, আপনার কাননের ফুটন্ত গোলাপগুলোকে ভালোবেসে, আপনাকে ভালোবেসে। আপনাকে যদিও দু'নয়নে দেখা হয়নি, শোনা হয়নি আপনার মুখে বলা দুটি কথা, পাইনি আপনার স্নেহের পরশ। তবুও আমার হৃদয়াকাশে আপনার জন্য এক অজানা ভালোবাসার বিকাশ ঘটেছে, মন মাঝারে আপনার জন্য অজানা টান অনুভব করি, যেন কত শত বছরের চেনা আপনি, প্রিয় মুহিউস সুন্নাহ। আর তা হবেই না বা কেন? আপনার দরদী অবদানেই আজ আমি এই জান্নাতি কাননের অংশ। উম্মতের প্রতি আপনার দরদ ছিলো আকাশে ছোঁয়া, যা বলে শেষ করার নয়, উদারতায় ভরপুর ছিলো আপনার কোমল মন দ্বীনের জন্য আপনার পরিশ্রম ছিলো পাহাড়ের ন্যায় অবিচল, আপনার অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং কঠোর সাধনার ফলে আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এই জামেয়া, সুলতানপুর মাদরাসা। শত শত নর-নারী তালেব-তালেবা ও আল্লাহর ওলীগণের এই সমাগম তো আপনার অবদানের ফলেই। মাদরাসার উত্তর প্রান্তে শুয়ে আছেন আপনি। আপনার সেই সুরভিত কবরখানা আমাকে প্রতিনিয়ত ভাবায়। আপনার কাননের খোলা জানালা দিয়ে ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি আমি। আহ! যেন জান্নাতি হাওয়া বইছে। আর গোলাপী রঙ মাখা কচি কচি ফুলের পাপড়িগুলো সেই হাওয়ার তালে হাসছে। ফুলেরা আমাকে ইশারায় জানায়, মুহিউস সুন্নাহর পরশে ধন্য তারা। আবার কিঞ্চিত ব্যথাও দেয়, হায়! মুহিউস সুন্নাহ আমাদের মাঝে নেই। প্রভুর কাছে দোআ করি জান্নাতে আপনার উচ্চাসনের, আরশের নীচে জায়গা বরাদ্দের। প্রিয় মুহিউস সুন্নাহ, আল্লাহ আপনাকে ভালো রাখুন।

-শিক্ষার্থী, দাওরা

কীর্তিমানের মৃত্যু নেই

তাহমিদা বেগম তাসবী

জীবন মানে অমীমাংসিত কঠিন সত্যের পিছনে নিরন্তর ছুটে চলা। জীবন মানে তার অবসান অবধারিত। মৃত্যু নামক কঠিন সত্যকে তার আলিঙ্গন করতেই হবে। কিন্তু না, কিছু মানুষ আছেন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার পরও যাদের জীবনের অবসান হয় না। তাঁরা বেঁচে থাকেন হাজার বছর। বেঁচে থাকেন তাঁদের কর্মে। বেঁচে থাকেন হাজারো মানুষের অন্তরে, অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে, হৃদয় রাজ্যের রাজা হয়ে।

বলছিলাম আমাদের বড়ো হুজুর আলিমে রাব্বানী মাওলানা আনওয়ারুল হক চৌধুরী রাহ. এর কথা। যার নাম শুনলেই হৃদয় পটে ভেসে উঠে ভাবগম্ভীর, শ্যামল, প্রশান্ত এক মুখাবয়বের চিত্র। তাঁর এই শ্যামল-সজীব মুখাবয়ব থেকে সর্বদাই যেন ঠিকরে পড়ে উম্মতের প্রতি সীমাহীন দরদ।

আকাবিরে দ্বীনের বৈশিষ্ট্যগুলোর সফল বাহক ছিলেন তিনি। তাঁর সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো তিনি ছিলেন সমস্ত কাজকর্ম, ব্যস্ততা, নিমগ্নতার মাঝে সুন্নাতের পূর্ণ অনুসারী। তাঁর জীবনে ছিলো ইলম ও আমলের সমন্বয়। ইবাদত ও আমলের মধ্যে ছিলেন আকাবিরে দেওবন্দের বৈশিষ্ট্যের বাহক। বিশেষত রমজান মাসে তাঁর আমলের জোর বেড়ে যেত। আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি তাঁর বিনয়-বিগলনও ছিলো খুব বেশি। তিনি প্রায়ই বলতেন "আল্লাহ তুমি আমার হয়ে যাও আমাকে তোমার বানিয়ে নাও"। সাথে এটাও বলতেন সবচেয়ে বড়ো দুআ এটাই। দ্বীনের জন্য তাঁর ত্যাগ ও কুরবানী দেওয়ার মনোভাবও ছিলো পূর্ণমাত্রায়। দাওয়াত ও ইসলাহের কাজে যুক্ত হওয়ার জন্য বৃদ্ধ বয়সেও সফর করতেন।

সবকাজে তাঁর ইখলাসের মাত্রাটা থাকতো আকাশস্পর্শী তাঁর ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতের বাস্তব প্রতিচ্ছবি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের প্রিয় জামেয়া। বৃহত্তর সিলেটে নারী শিক্ষার সুব্যবস্থার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের এমন প্রতিরূপ পাওয়া যায় না। আবার তিনি ছিলেন বিনয় ও মুখাপেক্ষীহীনতার মূর্ত প্রতীক। দুনিয়ার তলব তাঁর মধ্যে ছিলো না। হুজুর বলতেন "দুনিয়াবী বিষয়ে সবসময় তোমরা নিচের স্তরের দিকে তাকাবে।"

প্রকৃতপক্ষে তাঁর জীবনের যে গুণটির দিকেই তাকানো যায়, তাই অনুসরণীয় বলে সাব্যস্ত হয়। তাঁর আলোকিত জীবন আমাদের বলা ও লিখার অনেক উর্ধ্বে। তিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর অমর কীর্তিতে। বেঁচে থাকবেন হাজারো মানুষের অন্তরে পরম শ্রদ্ধায়। আল্লাহ পাক জান্নাতুল ফিরদাউসে তাঁর ঠিকানা বানিয়ে দিন। আমীন।

শিক্ষার্থী, তাকমীলুল উলুম

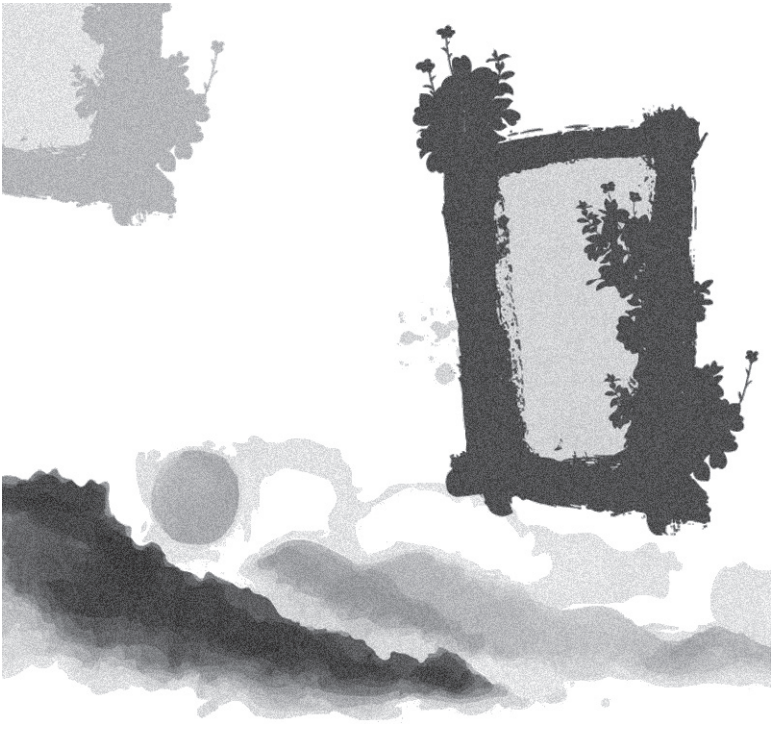

সুলতানী কাননের সুলতান

সাজিদা তাওহিদা

বলছি এক কিংবদন্তির কথা।
স্রষ্টার মায়ার এক সৃষ্টির কথা।
বলছি রাসূল (সা.) এর যোগ্য উত্তরসূরীর কথা। শতগুনে গুনান্বিত আল্লাহ ওয়ালার কথা। বলছি আমার জীবদ্দশায় দেখা এক বিপ্লবীর কথা। বলছি সুলতানী কাননের সুলতানের কথা।
মৌলভীবাজার জেলার বুদ্ধিমন্তপুর গ্রামে (নানাবাড়ি) জন্ম নেওয়া এ সুপুরুষ আইকন হয়ে ফুটে উঠেছেন সুলতানপুরে, ঐতিহ্যবাহী এক মুসলিম জমিদার পরিবারে। দেশ বিদেশের সকলে তাঁকে মাওলানা আনওয়ারুল হক চৌধুরী রহ. শায়খে সুলতানপুরী নামে চিনে। তাঁর শৈশব ও শিক্ষা জীবনের সূচনা হয়েছিলো নানা বাড়িতেই। ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত সেখানেই ছিলো দারস। এরপর ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত

পড়েন বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত মাধ্যমিক মাদরাসায়। জ্ঞান পিপাসু এ প্রাণ ১৯৫২ সালে উচ্চ শিক্ষার জন্য ভর্তি হন সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসায়। কৃতিত্বের সাথে সেখান থেকে কামিল (তাকমীল ফিল হাদীস) পাশ করেন ১৯৫৯ সালে। কামেল ওলী দাদাও চাচাদের সোহবতে আবৃষ্ট ছিলেন তিনি। কর্মজীবনের শুরুতে ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত হলেও পরবর্তীতে মুক্ত হয়ে যান দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে। তিনি একাধারে সফল বাবা (যিনি সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষায় গড়ে তুলেছেন) সফল শিক্ষক, জনদরদি, মানবপ্রেমী, সুচিন্তিত দাঈ, সমাজ সংস্কারক ও সমাজসেবক। তাক্বওয়া তাওয়াক্কুল, সবার আগে সালাম প্রদান, ইস্তেগফার, বেশি বেশি দোয়া করা, দোয়ার তাগিদ দেওয়া, শিক্ষার সাথে দীক্ষা, কা'বার সম্মানে কালো জুতা পরিহার, জামাতে নামাজের গুরুত্ব, তেলাওয়াতের প্রতি ঝোঁক, জিকির-ফিকির, দান করা, আইয়ামে বীজের রোজা রাখার প্রতি উৎসাহ প্রদান, নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারুপ, ধর্মবিরোধী কর্মকান্ডে প্রতিরোধী হওয়া, প্রতিকারের ব্যবস্থা করা ছিলো তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর জীবন ছিলো অনাড়ম্বর। তিনি ছিলেন নবী প্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অবহেলিত সুন্নাতগুলো যত্ন ও সম্মান নিয়ে মানতেন, শিক্ষা দিতেন। আমাদেরকে বড্ড মায়া করতেন। কথায় কথায় বলতেন আমার মায়ের জাতি। আমার মায়ের জাতি। ২০২০ সালে শেষবার শুনেছিলাম তাঁর এ মায়াভরা সম্বোধন। করোনার প্রকোপে মাদরাসা ছুটি থাকায় বাড়িতে ছিলাম। ফিরে এসে তাঁকে আর পাইনি। মা'বুদের সান্নিধ্যে তাঁকে যেতে হয়েছে ২০২০ এর পহেলা জুনে। ৮৭ বছরের তাঁর বর্ণাঢ্য জীবন আমাদেরকে আল্লাহর প্রিয় হওয়ার শিক্ষা দেয়। আল্লাহ তা'য়ালা তাকেও তাঁর প্রিয় বানিয়ে নিন। আমীন।

-আলেমা, শিক্ষিকা

শত গুণে গুণান্বিত রাহবার

নাজিবা বিনতে আব্দুশ শহীদ

পৃথিবীতে কিছু মানুষের আগমন ঘটে সংস্কারের জন্য। আল্লাহভোলা মানুষকে আল্লাহমুখী করার জন্য। তাঁদের বাণী হয় সুন্দর, সুশৃঙ্খল। কেউ তাদের কথা হৃদয় দিয়ে শুনলে মানুষ ভুলে যায় দুনিয়ার মায়া মহব্বত। সহজেই লাভ করে আল্লাহর পরিচয়। তাঁরা সব সময় ধ্যানমগ্ন থাকেন কীভাবে পথভোলা মানুষদেরকে পথের দিশা দেওয়া যায়। এমন একজন মানুষ ছিলেন আমাদের বড়ো হুজুর মুহিউস সুন্নাহ রহ.। যার কথায় মুক্তা ঝরতো। মানুষ তাঁর কথা শুনলে ভুলে যেত দুনিয়াবী খেয়াল। ডুবে যেত আল্লাহর প্রেমে। তাঁর প্রতিটি কথা ছিলো স্বর্ণতুল্য। গভীর মনোযোগ দিয়ে তিনি কথা বলতেন। সেসব গভীর কথা অতি অল্পতেই মানুষের অন্তরে আছর করত, প্রভাব ফেলতো। মানুষ সন্ধান পেতো আল্লাহর পথের। পরিচয় পেতো দ্বীন ধর্মের, জান্নাত ও জাহান্নামের।

চারিত্রিক গুণাবলীতে বড়ো হুজুর (রহ.) ছিলেন পরিপূর্ণ একজন মানুষ। তাঁর

আমল, আখলাক সবই ছিলো অনুকরণীয়। তাঁর কথা বলা ও হাঁটা-চলায় ফুটে উঠতো নমনীয়তা। যুহদ ও তাক্বওয়ার ময়দানেও তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ। নিজেকে গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় ও অসীম মনোবল ছিলো বলেই তিনি এদেশের একজন মহান মনীষীতে পরিণত হয়েছিলেন। হয়েছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের প্রাণপুরুষ।

বড়ো হুজুর (রহ.) এর অন্তর সর্বদা পরিপূর্ণ থাকতো উত্তম আত্মিক গুনাবলীতে। আত্মার টান থাকতো সকলের প্রতি। সকলকে তিনি মহব্বত করতেন। ছোটো থেকে মাদরাসায় আসা-যাওয়ার রাস্তায় প্রায়ই সময় হুজুরকে দেখা যেত। শুনা যে আদর স্নেহ মাখা জবানের কথা। এমন একজন মানুষের ভালোবাসা পাওয়া যে বড়ো ভাগ্যের, আনন্দের।

তবে এরচেয়ে বড়ো কথা হলো, এসব বুজুর্গ থাকলে গ্রহণ করা যায় অনেক ভালো কিছু। পাওয়া যায় অনেক শিক্ষা। যা খাতা-কলমে কিংবা বই পুস্তকে পাওয়া যায় না। এসব আধ্যাত্মিকতা মানুষকে কাছে টানার যোগ্যতা, আল্লাহভোলা মানুষকে আল্লাহমুখী করার কর্মপন্থা এক মাত্র উচু স্তরের মানুষের মাধ্যমে লাভ করা যায়। লাভ করা যায় তাঁদের আদর্শিক গুণাবলী ও ধ্যান-ধারণা থেকে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ ধরণের বড়ো গুণ ও মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি পৃথিবীতে খুব কমই আসেন। অনেক সময় দেখা যায় তাঁদের হায়াতও দীর্ঘ হয়না। সবই আল্লাহ পাকের মর্জি। যার দ্বারা যতটুকু খেদমত নেয়ার তিনি সেটুকু নিয়ে নেন। (আল্লাহ তাঁর দ্বারা অনেক খেদমত নিয়েছেন) বিশেষ করে তিনি যে এই অন্ধ সমাজে আলোর বিপ্লব ছড়িয়েছেন এটি সত্যিই অনন্য। অগনিত পথভোলা মানুষকে তিনি আলোর পথ দেখিয়েছেন। সন্ধান দিয়েছেন জান্নাতের। তাঁর সংশ্রবে মানুষ পরিণত হয়েছে সোনার মানুষে। ২০২০ সালে দ্বীনের এই মহান খাদেম মাওলায়ে হাক্বীকির ডাকে সাড়া দেন। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ধন্য হওয়ার তাওফিক দিন। (আমীন)

আলেমা, শিক্ষিকা

পর্দার ওপাশে বড়ো হুজুর রহ.

জাকিয়া সুলতানা

নাম ডাক ওয়ালা মানুষ আমাদের বড়ো হুজুর রহ.। দেশজুড়ে ছড়িয়ে আছে তাঁর সুখ্যাতি। মাদরাসায় আমার পড়া-লেখার পথচলার আগে শুধু রমজান মাসে আসা হতো পবিত্র এই অঙ্গনে। রমজানের বিশ থেকে পঁচিশ দিনে তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছুই শোনা হয়ে যেত। তারপর হঠাৎ বিশ রমজান কি ২১ রমজানে হাঁক আসতো সবাই বসো। বড়ো হুজুর আসবেন। সব ছাত্রীরা হৈ হুল্লোড় করে আগে আগে বসার প্রতিযোগিতা করতো। আমরা বসে বসে অপেক্ষা করতাম। মাথায় ঘুরপাক খেতো হাজারো প্রশ্ন কী করবেন এসে তিনি? কী-ই বা বলবেন? অতঃপর আমাদের মধ্যে তিনি উপস্থিত হতেন। পর্দার ওপাশে শোনা যেত স্থীর, গাম্ভীর্যপূর্ণ এক দরদীর গলা। মায়ের জাতির জন্য সর্বদিক চিন্তা করার যে মানসিকতা তাঁর, তার বাস্তাবয়ন ঘটতো তাঁর কথায়। এ'তিকাফের জন্য বড়ো হুজুর রহ. জোর দিতেন বেশি। তাছাড়া মুক্তা ঝরা নসিহতমালা তো ছিলোই। আমার কাছে সবচেয়ে হৃদয়স্পর্শী কথা ছিলো জেনারেল পড়ুয়াদের নিয়ে বলা কথাগুলো। তিনি জেনারেল লাইন থেকে আসা বোনদেরকে বড়ো দরদ নিয়ে বোঝাতেন। "দ্বীনি বিদ্যাপিঠে আসো, দ্বীন শিখো, দ্বীনের পরিবেশ গড়ে তুলো" বলতেন-পরিবেশে যে পর্দা লঙ্ঘন হয় তার ক্ষতি সম্পর্কে হৃদয়ের ব্যথা নিয়ে বলতেন। তিনি আকুল হয়ে বলতেন- "শুধু এই মাদরাসায় ভর্তি হওয়া জরুরী নয়, বরং আশেপাশের যে কোনো দ্বীনি মাদরাসায় ভর্তি হও।" তখন আলো আঁধারের মধ্যে ডুবন্ত ভারসাম্যহীন আমি উপলব্ধি করতাম দ্বীন ও নারীদের দ্বীনি শিক্ষার আওতায় আনার জন্য তাঁর দিলের কী টান। আজও মাদরাসায় পর্দা ঝুলানো আছে। কিন্তু ওপাশ থেকে বড়ো হুজুর রহ. এর দরদমাখা কথা আরা শোনা যায় না। আল্লাহ তাঁর কবরকে শান্তির জায়গা করুন। আমীন।

শিক্ষার্থী, তাকমীল ফিল হাদিস

নিভে গেলো একটি প্রদীপ

জান্নাতুল ফিরদাউস

১৪৪২হি. মোতাবেক ২০২০ইং এর ১ জুন সোমবার, ভোর রাত সুবহে সাদেকের একটু আগে আমাদের সরে তাজ প্রিয় বড়ো হুজুর(রাহিমাহুল্লাহ) ইহকালীন জীবনের সফর সমাপ্তি করে চলে গেলেন আমাদের ছেড়ে মাওলায়ে হাক্বীক্বীর ডাকে সাড়া দিয়ে। সারা জীবনের ক্লান্তিহীন মুসাফির অবশেষে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন। ফিতনা-ফাসাদের দুনিয়া থেকে মুক্তি লাভ করে আখেরাতে আল্লাহর কোলে আশ্রয় গ্রহন করলেন।

মোমবাতি যেমন আলো বিলাতে বিলাতে গলে গলে শেষ হয়ে যায়, তেমনি এ

নশ্বর পৃথিবীতে কতিপয় মহামানব আবির্ভূত হন, (যুগে যুগে হবেন,) যামানার আঁধার তাড়িয়ে দিক দিগন্তে আলো ছড়িয়ে পাড়ি জমান তারা অনন্ত সুখের ঠিকানা রাব্বে কারীমের অফুরন্ত নেআমা জান্নাত পানে। উম্মাহ যাঁদের যুগ যুগ শ্রদ্ধাভরে স্বরণ রাখে, পৃথিবীও তাঁদের কাছে ঋণী থাকে।

সুবহে সাদিকের আলোই সত্য আলো। সেদিন একজন কামিল মু'মিন এবং ওলী সাদিকের চির বিদায়ের যুগপৎ শোকে বিপর্যস্ত এবং আনন্দে উদ্বোলিত মুহূর্তে যেন সুবহে সাদিক ছিলো দিগন্ত জুড়ে বিস্তৃত, যার আলো সুদূর প্রসারিত। একটি পবিত্র আত্মা ও পাক রুহের ইস্তেকবালের জন্য নূরানী ফিরেশতাদের আগমনে সবকিছু যেন আলোকিত ছিলো। "মাওতুল আলিমে মাওতুল আলম" বাগধারা কত সত্য তা সেদিন গ্রহণ করে প্রমাণিত হতে চলছিলো। ফিৎনা কালে সুন্নাতে নববীর যিন্দাকরণে যার ভূমিকা প্রবাদতূল্য, যেন তিনি জীবন্ত নমুনা। তাইতো তাঁর আলোমাখা নামের শুরুতে সৌন্দর্য্য বর্ধিত করে মুহিউস সুন্নাহ লক্বব খানা।

প্রতিদিনের ন্যায় পূর্বদিগন্তের বুক চিরে উদিত হলো সোনালী সূর্যটা। কিন্তু সেদিন সেই ঝলমলে আলো নেই। কিছুক্ষণ পর শুরু হলো গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি যেন, এই কাকডাকা ভোরেও শোকতাপ্ত আকাশ অশ্রুবর্ষণ করছে।

তাঁর রেখে যাওয়া এই নববী উদ্যানের ইলমের সুবাস যার মেখেছেন এবং নিজেদের হৃদয়ে ধারণ করে ধন্য হয়েছেন তাদের তো সংখ্যা শুমার নেই। তাঁরা অনেকদিন কাঁদবেন, বেদনার সেই অশ্রুকালি দিয়ে তাঁকে নিয়ে অনেক কিছু লিখবেন, অনেক কবিতা, অনেক শোকগাঁথা, অনেক অনেক স্মৃতিকথা এবং তাঁর আখলাক ও যিন্দেগির অনেক পর্যালোচনা। আজ বেদনামাখা অশ্রুকালি দিয়েই তাঁকে নিয়ে দু'একটি খন্ডচিত্র আঁকছি।

এই মহা মনীষী যেমন শুভ্র, পবিত্র পোশাক পরিচ্ছদ ভালোবাসতেন তেমনি মানুষের সঙ্গে তাঁর মুআমালা ও লেনদেন ছিলো সাফসুতরা ও স্বচ্ছ, তাঁর কাছে আমার পাওনা আছে বলার এমন হয়তো কেউ মিলবেনা যেখানে আমার কাছে তাঁর পাওনা অনেক বলার মানুষ অসংখ্য। নিজে খাদেম হয়ে অন্যের খেদমত করা যার পছন্দ তিনি কি মাখদুম হবেন? ব্যক্তিগত ছোটোখাটো খেদমতের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন কঠোর সংযমী। তালিব-তালিবা তথা তাঁর রূহানী সন্তানদের শেখাতেন "নিজের কাজ নিজে করা সুন্নাত"। উপদেশ দিতেন কোমল ভাষায় মুখে হাসি মেখে, দরদি নবী (সা:) এর দরদি উম্মতের দরদ মেশানো আহ্বানে শ্রোতাদের হৃদয় গলে যেত। কিন্তু সেই দরদি কণ্ঠ কখনো বা রূপ নিতো সিংহের গর্জনে যখন নীতি বিরুদ্ধ কথা বা কাজ দেখতেন, শুনতেন।

আসাতিযায়ে কেরামের মুখে শুনেছি, তিনি ছিলেন নীরব সাধক, ওলীয়ে কামিল, তাঁর নামাজ ছিলো নববী নামাযের ছায়া, যতক্ষণ নামাযে থাকতেন ততক্ষণ তিনি আত্মসমাহিত থাকতেন উর্ধ্ব জগতে পরম সত্ত্বার সান্নিধ্যে। নামায তিনি পড়তেন না, আদায় করতেন। নামায থেকে বের হতেন না, শুধু সালাম ফেরাতেন, রমযানের ই'তিকাফ ছাড়াও মসজিদ মাদরাসাতেই দিনের বেশির ভাগ সময়

কাটাতেন, যেন বাড়ির মুসাফির, মসজিদের মুক্বিম।
এই সংগ্রামী সাধকের সবচে মহান সাধনা; কেবল এই বিরাট প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন শুধুমাত্র নারীদেরকে অক্ষরজ্ঞান শিখাবার জন্য নয়; বরং প্রত্যেকেই এমন একজন মারআতে সালিহা তৈরি করা, যেন তারা স্বজাতিকে একটা দ্বীনি পরিবেশ উপহার দিতে পারে। তিনি নিজে বলতেন, পরিবেশ তৈরী হয় মেয়েদের মাধ্যমে, তাই দ্বীনি পরিবেশ তৈরী করতে হলে মেয়েদেরকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলুন।
২০২০ সাল, একদিকে করোনা দুর্যোগ, অপরদিকে এ বছরই অধিকাংশ বড়ো বড়ো আলেমে দ্বীনের পরলোকগমন। বলতে গেলে এই ২০২০ সালকে শোকের বছর নামকরণ করা যায়।
প্রদীপ নিভে গেলো, স্ব-আলোতে প্রজ্জলিত করে গেলো সহস্র প্রদীপ। যেমন বাতি থেকে বাতি জ্বাললে আলো ফুরায় না বরং বাড়ে। এভাবেই জ্বলতে থাকবে কেয়ামত অবধি। আলো ছড়াবে দুনিয়াব্যাপী।
আলেমা, শিক্ষিকা

শাহানারা বেগম ইমার'র গীতিকবিতা

মহারাজ মহোদয়

রবের আলোয় যার আলোকিত মন
দেহজুড়ে মদিনার সাজ
কণ্ঠে ঝরঝর সন্দীপনী বাণী
রাসূলপ্রেম মাথার তাজ,
উম্মাহর দরদি স্বজন এক
যতনে দিতেন যিনি দ্বীনের সবক
মহাকালের মহারাজ মহোদয়
মুহিউস সুন্নাহ আনওয়ারুল হক।
আমাদের রাহবার, যুগের পুঁজিভান্ডার
নববী আদর্শেরই সুগন্ধী ফুল
রবের প্রতি যার ছিলো ভরসা সম্ভার
দাওয়াতি পথ যত হোক প্রতিকূল
সভ্য-সরল-সেবক জীবন আর
নারী জাগরণের যিনি অগ্রনায়ক।
গুরু আমাদের, শফক্বত যার শমসের
ভ্রান্ত সমাজে যিনি পরশ পাথর
সংযমী মুসাফির, সত্যাশ্রয়ীর নজির
দ্বীনের প্রসারে দুর্বার ও অকাতর।
সুন্দর ও শাশ্বত জীবন পথে
আলোর বাহক যিনি ভালোর ধারক।

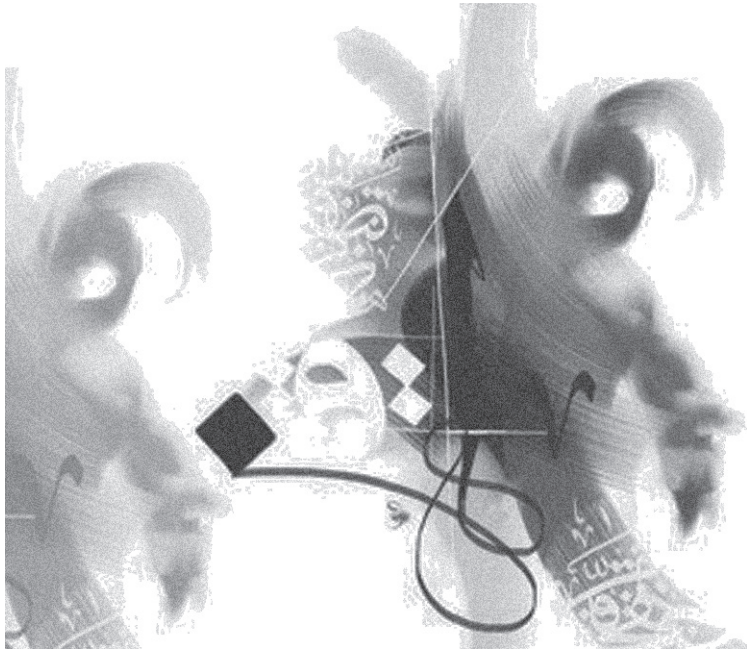

নিভৃতচারী সাধক

উম্মে আরশাদ জেসমিন

চাঁদ ওঠে। সময় শেষে আবার ডুবে যায়। মধ্যখানে অসীম সাহস ও সম্ভাবনা নিয়ে পাহারা দেয় রাতকে। ফুল ফোটে, দোল খায়। বেলা ফুরালে ঝরে পড়ে। ঝরার আগ পর্যন্ত ঘ্রানে মাতিয়ে রাখে চারপাশকে। মানুষও এমন। জীবনের বাঁকে বাঁকে কীর্তির রেখা একেঁ পাড়ি জমায় আপন গন্তব্যে, পথিক বা মুসাফির হয়ে। যুগে যুগে পৃথিবীর পথে পথে যে সকল মুসাফির গৌরবের পদচিহ্ন রেখে গেছেন বড়ো হুজুর রহ. ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। দুনিয়ার চাকচিক্য যাকে টানে নি। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকার দুনিয়াত্যাগী। সরল মুসাফির। দুনিয়া বিমুখতার বয়ানে সিক্তছিলো তাঁর জবান। নসিহত করতেন-"আল্লাহর কাছ থেকে লওয়া শিখো। দুনিয়ার মানুষের কাছে হাত পাতিও না। দুনিয়ার মানুষ একদিন, দুইদিন দিলেও পরেরদিন লাথি মারবে। আল্লাহর কাছ থেকে লও। আল্লাহর কাছে কমতি নেই।" তিনি সব সময় পড়তেন-

ياحي ياقيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى انفسنا طرفة عين-

দুনিয়া ত্যাগ নিয়ে বড়ো হুজুর রহ. এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নসিহত হলো- "দুনিয়াবি বিষয়ে তোমরা উপরের দিকে তাকিওনা। নীচের দিকে তাকাও। আর আখিরাতের বিষয়ে তাকাও উপরের দিকে।" অর্থাৎ দুনিয়ার বাড়ি গাড়ি নিয়ে প্রতিযোগিতা না করে প্রতিযোগিতা করা দরকার আমলের ক্ষেত্রে, আমল নিয়ে কে কতখানি এগিয়ে গেলো প্রতিযোগিতা হওয়া উচিত তার সাথে। তিনি এ পৃথিবীতে কোনো রাজ প্রাসাদ বা রাজকীয় সম্পদ রেখে যান নি বরং রেখে গেছেন দুনিয়া ও আখেরাতের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ নেক আওলাদ ও নবীর বাগান সুলতানপুর মাদরাসা।

তিনি মাওলাকে এমনভাবে আপন করেছেন যেন মাওলার খুশিতে দুনিয়া তাঁর কাছে হাত জোর করে হাজির হয়েছে। সদকায়ে জারিয়া হিসেবে তিনি রেখে গেছেন হাজার হাজার রুহানী সন্তান।

তিনি বলতেন-"আল্লাহ যার হয়ে গেলেন, তার সব হয়ে গেলো।" অর্থাৎ সে সব পেয়ে গেলো।

বড়ো হুজুর রহ. ছিলেন তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান তো তাঁরাই যারা দুনিয়াকে ত্যাগ করেন। আর আখিরাতকে তাঁদের লক্ষ্যবস্তু বানান। অর্থাৎ এ দুনিয়া হলো আখেরাতের ফসল উৎপাদনের জায়গা। প্রকৃত জ্ঞানীরাই দুনিয়াতে আখিরাতের সামানা অর্জন করেন। যেমন করেছেন আমাদের বড়ো হুজুর রাহ.। নবীর এ বাগানের জন্য তাঁর ঘাম ঝরেছে। বাগানের প্রতিটি কণায় কণায় মিশে আছে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম। মাদরাসার জন্য বিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর সকল অর্থ সম্পদ। নিজের জন্য রাখেন নি কিছুই। তাঁর ঘর বানানোর সময় তাঁর এক শুভাকাঙ্খী বলেছিলেন-হযরত ঘরটা ইট কংক্রিট দিয়ে বিল্ডিং বানিয়ে নিন না। জবাবে তিনি বলছিলেন গতকালও এক ব্যক্তি ঘর বানানোর জন্য বাঁশ পায় নি। বাঁশের সন্ধানে এসেছিলো আমার কাছে আর আমি বিল্ডিং বানাবো? কী জবাব দিবো মালিকের কাছে?

তিনি এমনই মানুষ ছিলেন। তাঁর দুনিয়া ও চাকচিক্য ত্যাগের আরেকটি প্রমাণ পেয়েছি তাঁদের বাড়িতে তাঁর রুমে প্রবেশ করে। সাধারণ একটা খাট ছাড়া চোখে আর কিছুই পড়ে নি। এক অসাধারণ মানুষ এমনই এক সাধারণ জীবন যাপন করে গেছেন।

কোনো এক মজলিসে বড়ো হুজুর রহ. বলেছিলেন মুসলমানের যিনত ২টি। একটি হলো মিসওয়াক। আরেকটি হলো অজু।

আসুন! আমরা আমাদের এই দুনিয়া ত্যাগী সরল মুসাফিরের এই কথাগুলোর উপর আমল করি।

দুনিয়ার মানুষের কাছে হাত না পেতে নিতে শিখি আল্লাহর কাছে থেকে।

আল্লাহ আমাদেরকে তাওফিক দিন। (আমীন)

-শিক্ষিকা, দাঈয়া

একফালি রোদ ও একজন মালী

বুরহানা জান্নাত রায়হা

বহুকাল হতেই ঐশ্বরিক আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছিলো এই সুলতানী কানন। হাজারো স্বপ্নের বিড়ম্বনায় উৎপত্তি হয়েছে এই পুষ্পোদ্যান। যার ধারক-বাহক ছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় বড়ো হুজুর মাওলানা আনওয়ারুল হক চৌ. রহ.। ইলমী এই উদ্যান কীভাবে সমৃদ্ধ হবে এতেই মগ্ন ছিলো তাঁর ধ্যান ক্যানভাস। বাগিচার ফুলের সমাহারে তাঁর আনন্দ ও পুলক ছিলো মিশ্রিত। তাইতো তিনি এক সফল ও স্বার্থক দরদি মালী। জ্ঞান বাগিচার প্রস্ফুটিত কলিগুলো যখন ফেকাসে প্রকারন্তর হয়, পুষ্পগুলো ক্ষরিত হওয়ার আভা লক্ষিত হয়, তখনি লাগিত হয় দরদি মালীর যত্ন-পরিচর্যার হস্তদ্বয়। রজনীর আরাধনায় দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হয়! কালের দুর্যোগ মুহূর্তে অশ্রু বিসর্জন দিয়েছেন তিনি। সিক্ত করেছেন বাগানের প্রতিটি গাছের গোঁড়া। তিনি দুঃখ-কষ্ট উপেক্ষা করে সৃজনশীল নিপুঁনতার পরিচয় বহন

করেছিলেন। তাইতো আজ কত শত কুসুম সমাহার স্নিগ্ধ এই বাগিচায়। অগণিত পুষ্প-কলির উঁকি-ঝুঁকি সুশোভন মৃত্তিকায়। যার সুবাসে সুশোভিত পুরো প্রাঙ্গন। দ্বীপ্তিনানে মগ্ন পুরো ধরনী। তাঁর সংস্রব-সংস্পর্শে কত তালিব-তালিবাত হয়েছে ধন্য। তাঁর বাৎসল্য কখনো করতে পারে নি দূর্বীনত। প্রসঙ্গ যখন ন্যায় বিচারের, তখন তিনিই দ্বিতীয় উমর। কিন্তু হায়! শত যত্নে কলি থেকে ফুল ফুটিয়ে সেই দরদি মালী আজ নেই। মনে হলেই কলজে ছিড়ে যেন মুখে আসে। এক লাহজায়-ও ভুলতে পারে না তাঁকে কাননের মাটি ও মানুষ। অনুভব অনুভূতির রাজ্যে তাঁরই প্রখর বিচরণ । এখনো কানে ভাসে "এক মিনিটের মাদরাসার পয়লা সবক" আরো কর্ণকুহরে ঝংকৃত হয় তাঁর আধোআধো কথার মক্তোখচিত নসিহতমালা। মনে পড়ে, খুব মনে পড়ে! বিশেষ প্রয়োজনে যখন লন্ডন সফরে যেতেন এবং সেখান থেকে ফেরার আগাম সংবাদ যখন পৌঁছতো সবার কাছে, তখন কী প্রসন্নতা বিরাজ করতো সর্বত্রে। যেন আনন্দের আহ্লাদ বয়ে যেত সারা প্রাঙ্গনে। হুইলচেযরে বসে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে মাদরাসা ও তার আশপাশ প্রদক্ষিণ করতেন। তাঁর নিঁপুন পরিচালনায় কোনো কিঞ্চিত একটি দৃষ্টিগোচর হলে যেন কাঁটাবিদ্ধ হতো আপন কলেবরে। প্রতিনিয়ত অম্ল আশংকা তাঁকে তাড়িয়ে বেড়াতো। যদি তাঁর কাননের কলিগুলো প্রস্ফুটিত ফুল হয়ে সুবাস না ছড়ায়! ধরনীকে মুগ্ধ না করে! ক্ষেত্রবিশেষে ছুঁড়ে দিতেন সবার কাছে অনুরাগের কথা। এদিকে তাঁর চাহনিতে স্মিত হাসি এঁটেই থাকতো সর্বদা। যেন এ হাসি বিজয়ের! কি'বা সাফল্যের তাইতো তিনি কৃতিত্বের সাথে পূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এ কাননের তরে।

তিনি এক অনন্য মানব! অসাধারণ ছিলো তাঁর চিন্তা-চেতনা। কিন্তু হায়...! তার এই অসামান্য অবদানের প্রাপ্য হিসেবে আমরা কিছুই করতে পারছিনা। দো'আ করি দরবারে এলাহীতে যেন তিনি তাঁর এই তিলে তিলে গড়া প্রাণপ্রিয় প্রাঙ্গনকে কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষত রাখেন। প্রতিটি পুষ্পকে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করেন।

আমাদের মহব্বত অটল থাকবে সদা হুব্বে ফিল্লাহ হিসেবে। (আমিন)

লেখিকা: আলেমা, শিক্ষিকা

নিঃস্বার্থ অবদান

জান্নাতুল মা'ওয়া আরিফা

"আমার মায়ের জাতি" কথাটা শুনলেই হৃদয়ে চিনচিন ব্যাথা করে। আঁখিদ্বয় বেয়ে আহাজারির বারি নামে। আমি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দু'হাত তুলি আকাশওয়ালার দরবারে। শুন্যতা অনুভব করি, অশ্রু ঝরাই নির্জনে। তিনি হারিয়ে গেলেন এ ধরা থেকে। মুখ ঢাকলেন মাটির সিক্ত বুকে। তাঁর শুন্যতা কভু পাবে কি পূর্ণতা? এ ভাঙ্গা পোড়া তপ্ত মন কীভাবে পাবে সান্ত্বনা? আমাদের মন মিনারের রাজ, শিরস্থানের তাজ প্রিয় বড়ো হুজুর রহ.। কয়েকটি বছর গত হওয়ার পথে, বড়ো হুজুর রহ. আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু সত্যি বলতে কি জানেন? আজও তাঁর পবিত্র আত্মা, রুহানী ফয়েজ এখনও আমাদের ঘিরে আছে স্নেহের চাদর জড়িয়ে।

বেশ ক'দিন ধরে শোনা যাচ্ছে বড়ো হুজুর রহ. কে উৎসর্গ করে ম্যাগাজিন প্রকাশ পাবে। যখনই এমন কোনো সংবাদ পাই, হুজুর রহ. কে নিয়ে কিছু না কিছু লেখার প্রয়াস জাগে এ বুকে। যদিও আমার কলমে নেই শক্তি, লেখায় নেই সাহিত্যের

ছোঁয়া তবুও আমি প্রত্যাশী। হুজুরের কথা শুনলে কি আর কলম থেমে থাকতে চায় বলুন? হ্যাঁ, লিখবো। ভালো কথা। কিন্তু কি লিখবো? কোন গুণ ফুটিয়ে তুললে জীবন স্বার্থক হবে আমি হতবিহবল হয়ে পড়ি। তিনি যে এমন, যার জীবনের পরতে পরতে নববী সুন্নাতের মাধুরিমা মিশ্রিত। সব রেখে কর্নারে আমি বারবার শতবার এ মহান ব্যক্তিত্বের যে সিফাতটির প্রতি ঈর্ষান্বিত হই তা হলো আমাদের প্রতি তাঁর নিঃস্বার্থ অবদান।

আমরা মায়ের জাতি। আমরা নারী। আর বলা হয়ে থাকে নারীরা ঘরের শোভা। আন্দর মহলের রাজরানী। যে মহলের রমনী যত পরিপাটি তার ঘর, পরিবার-পরিজনও তত শৃঙ্খলিত। যদি যে হয় উগ্র তাহলে সে-ই যথেষ্ট একটি সুন্দর, সাজানো গোছানো সমাজ ধ্বংসের জন্য। একজন নারী চাইলেই একটি স্বর্গীয় পরিবার পরিবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম আবার সে-ই কখনও জাহান্নামের গর্তের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ সমাজ গঠনের মূলে পুরুষের অবদান যতটুকু, নারীরা তার চেয়ে সামান্যতমও পেছনে নয়। আর আমাদের বড়ো হুজুর রহ. বলতেন "এ সমাজ সুন্দর করতে আমার মায়ের জাতি যে পরিমান অবদান রাখতে পারে, একজন পুরুষের পক্ষেও তা সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে মা'রাই শিশুর প্রথম বিদ্যাপিঠ। কাজেই মা'দের জন্য আবশ্যক হচ্ছে ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া। দ্বীনের দীক্ষায় দীক্ষিত হওয়া। কেননা ইসলামই মনোনীত ধর্ম, জীবন পরিচালনার সংবিধান। কিন্তু তিক্ত হলেও সত্য যে যুগ যুগ ধরে কন্যা শিশুরা তাঁর থেকে রয়ে গেছে বঞ্চিত। এ অবহেলিত অবলা জাতিকে গুরুত্ব দিয়েছেন আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন বড়ো হুজুর রহ.।

হুজুরের ভাষায়- একজন নেককার নারী ৭০ জন ওলী আল্লাহর চেয়েও উত্তম। পক্ষান্তরে একজন বদকার মহিলা ১০০০ বদকার পুরুষের চেয়েও নিকৃষ্ট। এজন্যই তো তাঁর একটি মিশন ছিলো মায়ের জাতিকে দ্বীনি শিক্ষায় গঠন করা। এ লক্ষেই তিনি সিলেটের আওতাধীন সুলতানপুর গ্রামের মাটিতে প্রতিষ্ঠা করলেন এক দ্বীনি মহিলা মারকায় আল-জামেয়াতুত্ত্বায়্যিবাহ সুলতানপুর মহিলা মাদরাসা। হুজুর রহ. সর্বদা বলতেন "আমার এ মারকাযে আমার মায়েরা, মেয়েরা আসবে, দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করবে এবং দলে দলে মায়ের জাতিরা আল্লাহ পাকের ওলী হয়ে বের হবে। এখান থেকেই ওয়ালায়েতের সার্টিফিকেট নিয়ে যাবে। যাদের সুঘ্রান ছড়াবে বাংলার আনাচে কানাচে। সুরভী ছড়াবে অজ্ঞতার প্রঙ্গনে। এ সুযোগ থেকে, এ অনুগ্রহ থেকে আমিও মাহরূম নই। হুজুরের রক্তে মাংসে গড়া অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এ জামেয়া। সবই দ্বীনের প্রতি তাঁর দরদ। হুজুর রহ. এর এ অনুগ্রহের কাছে আমরা সদা সর্বদা ঋণী হয়ে থাকবো। আশা রাখি মাওলা পাক স্বীয় মাহবুব বান্দার সাথে উত্তম মুয়ামালাত করবেন। তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাওসের সুউচ্চ মাকাম দান করবেন।

লেখিকা: শিক্ষার্থী, কাফিয়া

আমার শোনা বড়ো হুজুর রহ. এর শেষ নসিহত

মারুফা বিনতে মুহিব

বড়ো হুজুর রাহ.। নারী জাতির উন্নতি নিয়ে ফিকির করা এক সুনাম ধন্য সুপুরুষ। নারীদের নিয়ে প্রশস্ত ও ইতিবাচক ধারনা পোষন করা ছিলো তাঁর দৈনন্দিন রুটিনের অংশ। তিনি সবসময় মায়ের জাতিকে নিয়ে চিন্তা করতেন। যেমন: মহিলাদের বেশি কথা বলার অভ্যাসকে অনেকেই দূষনীয় মনে করেন, অথচ আমাদের বড়ো হুজুর রহ. বলতেন বেশি কথা বলা মায়ের জাতির একটি গুণ; এ গুণটা আল্লাহ পাক নারীদের দিয়েছেন ইসলামের দাওয়াতের কাজে ব্যবহার করার জন্যে। বড়ো হুজুর রহ. মায়ের জাতির ইজ্জত আব্রুর হেফাজতের নিমিত্তে এতো বড়ো নিকেতন গড়ে গিয়েছেন। যার দৃষ্টান্ত পাওয়া বিরল। নারীদের মান মর্যাদা

নিয়ে সব সময় তিনি নসিহত পেশ করতেন। তন্মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে স্মরনীয় নসিহত হলো ২০২০ সালের। আমি তখন কাফিয়ায় পড়ি। পরীক্ষা খুবই সন্নিকটে। অনাকাঙ্খিত করোনা ভাইরাসের ব্যাপক প্রভাবের কারণে মাদরাসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে গেলো। তাই ছাত্রী বোন সবাইকে মাদরাসার ৩য় তলায় জমায়েত করা হলো। মসজিদের মাইকে বড়ো হুজুর রহ. নসিহত পেশ করবেন। আমরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। তখন বড়ো হুজুর রহ. “রাব্বী যিদনী ইলমা” বলে নসিহত শুরু করলেন। এরপরে সূরা বনী ইসরাঈলের ১ম আয়াত তেলাওয়াত করে ইসরা ও মেরাজ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। এরপর বললেন “মক্কার কাফির মুশরিকরা রাসূল সা. কে খুব বেশি কষ্ট দিতো। তাঁর কষ্ট দেখে খাদীজা রা. তাকে সান্তনা দিতেন, কষ্টের ভাগ নিতেন। রাসূল সা. যখন প্রথম নবুওয়াত পেয়ে زملوني- زملوني বলে ঘিরে এসে খাদীজা রা. কে বললেন, আমি আমার নিজের ব্যাপারে আশংকা করছি। তখন খাদীজা রা. সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আল্লাহ আপনাকে কখনই লাঞ্চিত করবেন না। কেননা আপনি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেছেন, দু:স্থদের সেবা করেছেন, অপরের বোঝা হালকা করেছেন। এ বিষয়কে কেন্দ্র করে বড়ো হুজুর রহ. দীর্ঘ সময় আলোচনা করেছেন। এতে নারীদের মর্যাদা, মাহাত্ম তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। ইচ্ছে করলে নারীরা সব পারে। নারীদের দ্বারাই সমাজকে উত্তমভাবে বিনির্মান করা সম্ভব। বড়ো হুজুর রহ. সেদিন আরো একটা কথা বলেছিলেন। কথাটি হলো আজকে যে মাদরাসা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তা করোনা ভাইরাসের কারণে নয়, বরং আল্লাহর ইচ্ছায়। আবার যখন আল্লাহ পাকের ইচ্ছে হবে, তখন মাদরাসা খুলবে। এ দ্বারা প্রতীয়মান হয়ে যে, বড়ো হুজুর রহ. আল্লাহর প্রতি কতোটুকু ভরসা করতেন।

বড়ো হুজুরের এ নসিহতের পর মাদরাসা বন্ধ হয়ে যায়। আমরা বাড়িতে চলে যাই। অনেকদিন বন্ধের পর যখন মাদরাসা খোলা হয়, তখন মাদরাসায় এসে বড়ো হুজুর রহ. কে আর পাইনি। প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি ওপারে চলে গেছেন। হুজুরের মূল্যবান কথাগুলো আজও কানে ভাসে। আল্লাহ তা’য়ালা তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, তাঁর সাথে রহমের মুআমালা করুন! আমীন।

লেখিকা: শিক্ষার্থী, তাকমীলুল উলুম

হাক্বিক্বতে ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া

আফিফা জান্নাত বুশরা

সুলতানপুর মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা আনওয়ারুল হক চৌধুরী রহ. একজন নায়েবে নবী, আশিকে রাসূল ছিলেন। আল্লাহর রাসূল সা. বলেন "আমার সাহাবিগণ উজ্জ্বল নক্ষত্রতুল্য। যারা তাঁদের অনুসরণ করবে, তারা সঠিক পথের সন্ধান পাবে।" বড়ো হুজুর রহ. সঠিক পথেরই দিশা পেয়েছিলেন। দেশে ছেলেদের জন্য বড়ো বড়ো কওমি মাদরাসা থাকলেও মেয়েদের জন্য দ্বীনী শিক্ষার সুব্যবস্থা খুবই কম ছিলো। পিছিয়ে পড়া মেয়েরা দ্বীন থেকে আরো পেছেনে যাচ্ছিলো। আমাদের বড়ো হুজুর রহ. নবুওয়াতী আলো ও সাহাবা প্রদীপের মশাল হাতে নিয়ে সত্যের পথ দেখাতে এগিয়ে এলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন আল-জামেয়াতুত্ত্বায়্যিবাহ সুলতানপুর মহিলা মাদরাসা।

প্রত্যেক ফুলের রং ও ঘ্রাণ ভিন্ন। বড়ো হুজুর রহ. এর জীবনী ঘুরে এলে সহজেই অনুমান করতে পারবেন যে, তাঁর ঘ্রাণ ভিন্ন ও কাজ বিকল্প। হুজুর রহ. আমাদেরকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন-আমরা দ্বীনের খাদেমা হবো, দাঈয়া হবো। হুজুর রহ. এর অন্যতম স্বপ্ন ছিলো-মেয়েরো এ জামেয়ায় এসে নবুওয়াতী আলো অর্জন করে হয়ে উঠবে যুগের রাবেয়া বসরী। জাতিকে উপহার দেবে বায়োজিদ বুস্তামী। এক মজলিসে হুজুরের এ স্বপ্ন প্রকাশ করেন হুজুরের সম্মানিতা স্ত্রী। সেদিন সেই মজলিসে উপস্থিত শত শত ছাত্রীবোনদেরকে ফুপিয়ে কাঁদতে দেখেছিলাম। তাদের চোখের অশ্রুই প্রমাণ করেছিলো তারাই হাদিয়া দেবেন যুগের আব্দুল কাদির জিলানী। হুজুরের এ ভাবনা, এ স্বপ্ন আমাদের মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছিলো।

হুজুর আমাদেরকে অবহেলার মাকাম থেকে উদ্ধার করেছেন। কুরআন হাদিস বুকে ধারণ করার জন্য জায়গা ও সুযোগ করে দিয়েছেন। মেয়েরা এখন এখানে পড়া-লেখা করে সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ অনুসরণে বিশুদ্ধ ও সঠিক পথের সন্ধান পায়। শিরক-বিদআতসহ অসংখ্য পাপ পঙ্কিলতার ফাঁদ থেকে নিজেকে দূরে রাখার সচেষ্ট হয়। সময়ের চক্রাবর্তে, যুগের আবর্তনে, কালের বিবর্তনে বড়ো হুজুর রহ. নিজেকে মেলে ধরেছেন সদ্য ফোটা গোলাপের মতো। আপন জীবন ব্যয় করেছেন আমাদের তরে। আমাদের আহ্বান করেন একটি অপরুপা বাস্তবতার দিকে। শাশ্বত বিধান পালনে উদ্বুদ্ধ করেন তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যতার মাধ্যমে। এরপর অনাবিল সুখে পাড়ি জমান পরপারে। ফিরে না আসার দেশে। কিন্তু পরবর্তা প্রজন্মের জন্য রেখে যান মহান এক আদর্শ, প্রভুর সান্নিধ্য লাভের জন্য এক মসৃণ পথ। তিনিই হলেন হাক্বিক্বতে ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া। যেভাবে ঈসা আ. মারইয়াম আ. কে বলেছিলেন, আমারও তাঁকে বলতে ইচ্ছে করে-

ان القيامة تجمعنا ان شاء الله

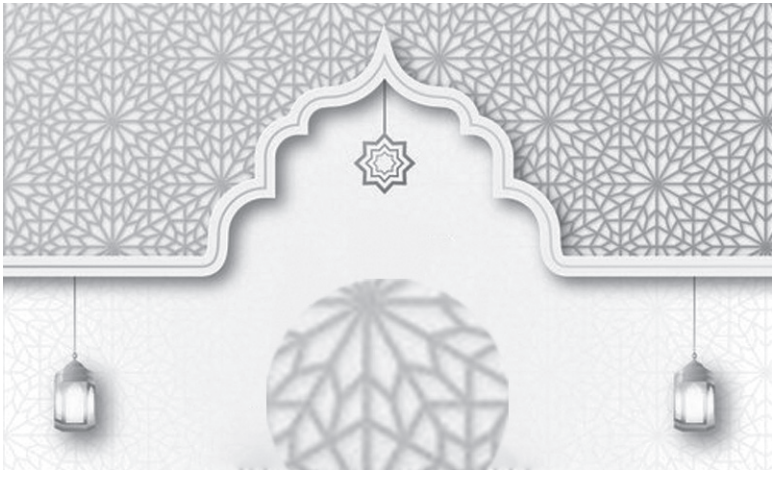

আমাদের অহংকার, আমাদের পথিকৃৎ

আরিফা জান্নাত লুৎফা

চলা যত সহজ পরিচালনা করা ততো কঠিন। মানুষ অবিরত পথ চলে। চলার পথটি যারা সৃষ্টি করেন কিংবা পরিচালনা করেন তারাই কিন্তু উত্তম। মস্ত বড়ো ইমারত অথবা সুদীর্ঘ ব্রীজ যে ফাউন্ডেশনের উপর দাঁড়িয়ে থাকে, তা সব সময় দৃষ্টি গোচর হয় না। তেমনি একটি পরিবারে বাবা-মা কতো যে কষ্ট করে সন্তানদের সফলতার শিখরে নিয়ে যান, তা কিন্তু সন্তানদের উপলব্ধিতে আসে না। দীর্ঘদিন পর যখন সে কোনো সন্তানের বাবা-মা হয় তখন তা উপলব্ধিতে আসে। অথচ উপলব্ধির পর বাবা-মার ঋণ পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে যায় বা সুযোগ থাকে না। সমাজ সংস্কারে এমন কিছু গুণীর আবির্ভাব হয় যারা নিজে সঠিক পথে চলার পাশাপাশি অন্যদের পথ দেখান। গুণীজনের গুনের কদর করা না হলে গুনীজন সৃষ্টির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সভ্য সমাজে গুণীর কদর করা হয়। ফলে পরবর্তী প্রজন্ম নতুন গুণীর দেখা পায়। মুহিউস সুন্নাহ আনওয়ারুল হক হচ্ছেন আমাদের জীবদ্দশায় দেখা এমনই এক গুণী, যার পাদাঙ্ক অনুসরণ করে যুগ যুগান্তরে বহু মানুষ সফল হতে পারে বলে আমার আশা। মাওলানা আনওয়ারুল হক চৌধুরী রহ. গোধুলীর নৈসর্গিক আলোয় জ্বলজ্বলে এক ব্যতিক্রমী মানুষ। উন্নত চিন্তার উৎকর্ষতা, বিশ্বাস ও উপলব্ধিতে পরিপূর্ণ ইসলামী জীবনবোধ সম্পন্ন সত্যিকারের মুমিন মানুষের পরিচিতিই আলাদা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টি জগতের অপূর্ব এক সৃষ্টি মানুষ।

একজন মানুষ একটি পরিবার, একটি জনপদ কিংবা একটি জাতির কর্ণধার হতে পারেন। আলোচিত ব্যক্তি আমাদের বড়ো হুজুর রহ. তাঁদের অন্যতম একজন। তাঁর ব্যতিক্রমী জীবনপ্রণালী আমাদের অহংকার। মানবিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় চিন্তা চেতনা ও বিশ্বাসের অবিচলতায় তাঁর শীতল অন্তর অত্যন্ত দৃঢ়। তিনি সমাজের অনন্য ব্যক্তি, জনদরদি, চিন্তাশীল মনীষী, স্মৃতি আর স্বপ্নের শহর সিলেটের অহংকার। তিনি আমাদের আপনজন। আমাদের পথিকৃৎ। গর্বভরে তাঁকে আমরা স্মরণ করি, অনুসরণ করি। ইসলামের সোনালি সুন্দর পথে মানবতাকে পরিচালনা করতে, শাশ্বত দ্বীনের সৌন্দর্য ও অপরিহার্যতা তুলে ধরতে এ মনীষীর অবদান অনস্বীকার্য। দ্বীনের খেদমতে নিবেদিত এ প্রাণ ধর্ম বিরোধী কর্মকান্ডের প্রতিবাদ প্রতিরোধে ছিলেন নির্ভীক সেনানী, অসাধারণ চিন্তাশক্তির এক মনস্বী চিন্তক। অসংখ্য চারিত্রির বৈশিষ্ট্যে তিনি অনেকের স্মৃতির মনো-মিনারে চির জাগরুক। নন্দিত এ বীরের আচার আচরণ অনেকের হৃদয় ঢেউ তুলে প্রতি মুহূর্তে। যারা তাঁর শিক্ষা দীক্ষায় অবিচল থেকেছেন তারা সফল হয়েছেন। সমাদৃত হয়েছেন। বড়ো হুজুর রাহ. আমার চেতনালোকে ভিন্ন এক অবয়বে ভেসে ওঠেন। আমি তাঁর গুণমুগদ্ধ। তাঁর জীবনদৃষ্টি ও তাঁর মানবতাবোধ আমদের কালের ঘাটে এক সম্পন্ন জীবন নাবিকের সুসমাচার হিসেবে বিবেচনাযোগ্য। তাঁর প্রজ্ঞা, জ্ঞানপাঠ এবং মানবপ্রেম তাঁকে হাজির করেছে মর্যাদার উচ্চাসনে। জ্ঞানের আলো বিতরণে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে গেছেন তিনি। সিলেট বিভাগের বিভিন্ন অঞ্চলে সে লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন ৯টি কওমি মাদরাসা। এদের মধ্যে অন্যতম হলো সুলতানপুরের আল-জামেয়াতুত্ত্বায়্যিবাহ সুলতানপুর মহিলা মাদরাসা যা সমগ্র বাংলাদেশের বৃহত্তম ১০টি মাদরাসার মধ্যে একটি। এতে হাজার হাজার ছাত্রী অধ্যয়নে রত আছেন এবং প্রতি বছর প্রায় একশত ছাত্রী মুহাদ্দিসা হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। (আলহামদুলিল্লাহ)

জীবন সাজাতে এসেও ইসলামের ঝান্ডা সমুন্নত রাখার প্রয়াস অব্যাহত ছিলো তাঁর। এ যেন এক অব্যাহত প্রক্রিয়া। নোবেল বিজয়ী দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল একটি ভালো জীবন বলতে জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত জীবনকেই বুঝিয়েছেন। বড়ো হুজুর আল্লামা আনওয়ারুল হক চৌধুরী রহ. একটি ভালো জীবন গড়তে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর সমৃদ্ধ ও বর্ণাঢ্য জীবন থেকে আমরা যা পাই তা আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করলে আমরা প্রকৃত সুফল পাবো এবং ভালো জীবন গড়তে সক্ষম হবো ইনশাল্লাহ।

তিনি তাঁর জীবনে অসংখ্য ভক্তবৃন্দের অন্তর্ভেদী অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে পরম সম্মানের সাথে বিচরণ করেছেন। সঠিকভাবে অঞ্জাম দিয়েছেন দ্বীনের খেদমত। আল্লাহ তাঁর খেদমতকে কবুল করুন এবং জান্নাতের সু-উচ্চ মাকাম দান করুন। (আমিন)

আলেমা ও শিক্ষিকা

নিজের স্বার্থের চেয়ে অন্যের
প্রয়োজনকে বেশি প্রাধান্য দাও।

মুহিউস সুন্নাহ আনওয়ারুল হক চৌধুরী রহ.

প্রকাশনায়
সুলতানী ছাত্রী কাফেলা
আল জামিয়াতুত্ত্বয়্যিবাহ সুলতানপুর মহিলা মাদরাসা